আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন
তারিখ :২৭.০২.২০১৩

সাক্ষাৎকারে এমডি

যুদ্ধাপরাধে সম্পৃক্ত ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকে নেই

রুকনুজ্জামান অঞ্জন

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

যুদ্ধাপরাধে জড়িত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। এমনকি ধর্মভিত্তিক কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও ইসলামী ব্যাংকের সংস্রব নেই বলে জানিয়েছেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

বিস্তারিত পৃষ্ঠা-৪

যুদ্ধাপরাধে সম্পৃক্ত ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংকে নেই

যুদ্ধাপরাধে জড়িত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইসলামী ব্যাংকের কোনো ধরনের সম্পৃক্ততা নেই। এমনকি ধর্মভিত্তিক কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও ইসলামী ব্যাংকের সংস্রব নেই বলে জানিয়েছেন ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোহাম্মদ আবদুল মান্নান। বাংলাদেশ প্রতিদিনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ইসলামী ব্যাংকের সিংহভাগ মালিকানা (৬৩ শতাংশ) বিদেশি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের, যার নেতৃত্বে রয়েছে ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (আইডিবি)। বাকি ৩৭ শতাংশ শেয়ারের মালিক দেশের ৬০ হাজার সাধারণ বিনিয়োগকারী।

দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে অন্যতম শীর্ষ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। আমানত সংগ্রহ, ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ, বৈদেশিক বাণিজ্য, এমনকি প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স সংগ্রহেও শীর্ষস্থানে রয়েছে এই ব্যাংক। তবে যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবিতে শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ থেকে ব্যাংকটির বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধে জড়িত একটি রাজনৈতিক দল এবং এর ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ ওঠে। এ অভিযোগ সম্পর্কে ইসলামী ব্যাংকের এমডি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান বলেন, সারা বিশ্বে শীর্ষ এক হাজার ব্যাংকের তালিকায় ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের নাম রয়েছে। সুতরাং এই ব্যাংক সম্পর্কে কথা বলার সময় সবারই দায়িত্বশীল হওয়া উচিত। তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্ম যদি জানত, এ দেশের উন্নয়নে, ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশে ইসলামী ব্যাংক কী ধরনের অবদান রাখছে, তাহলে এটি তারা বলত না। ইসলামী ব্যাংক এমডি বলেন, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এমনিতেই একটি স্পর্শকাতর জায়গা। এখানে সহজেই আঘাত করা যায়। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দেশের শীর্ষস্থানীয় আমানত সংগ্রহকারী ব্যাংক ইসলামী ব্যাংক। কোনো কারণে এ ব্যাংকটি ধসে গেলে জাতীয় অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, ব্যাংকিং খাতে ধসের কারণেই পশ্চিমা দেশগুলোতে অর্থনৈতিক মন্দা দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে।

সাক্ষাৎকারে এমডি

মোহাম্মদ আবদুল মান্নান

দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইসলামী ব্যাংকের হিসাব বন্ধ করে দেওয়ার এবং ভাঙচুরের খবরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে আবদুল মান্নান বলেন, বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাংকের কিছু এটিএম বুথে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। এটিকে আমরা বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করছি। আর হিসাব বন্ধ করার খবর আমরা দু-একটি গণমাধ্যমে দেখেছি। এ ঘটনাকেও আমাদের কাছে অস্বাভাবিক কিছু বলে মনে হয়নি। তিনি বলেন, তফসিলি ব্যাংকে অনেক মেয়াদি হিসাব থাকে। মেয়াদ শেষে সেগুলো তুলে নেওয়া হয়। এটি নিয়ে ভাবনার কিছু নেই। তিনি জানান, গত বছর ১৯ লাখ নতুন অ্যাকাউন্ট হয়েছে ব্যাংকটিতে। নতুন আমানত এসেছে প্রায় সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকার। হিসাব করলে দেখা যাবে, যত অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়েছে, খোলা হয়েছে এর প্রায় দ্বিগুণ।

ইসলামী ব্যাংকের বিরুদ্ধে মৌলবাদ বা জঙ্গিবাদে পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ সম্পর্কে ব্যাংকটির এমডি বলেন, ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে কিছু ভুল ধারণা রয়েছে মানুষের মধ্যে, যা সঠিক নয়। তিনি বলেন, ইসলামের নামে যারা জঙ্গিবাদ কায়েম করতে চায়, তারা আসলে ইসলামের বড় ধরনের ক্ষতি করছে। এরা ধর্মে বিভাজন সৃষ্টি করছে। ইসলামী ব্যাংক কখনোই এ ধরনের বিভাজনে বিশ্বাস করে না।

ব্যাংকটির সিংহভাগ মালিকানা বিদেশিদের হাতে, যা মোট শেয়ারের প্রায় ৬৩ শতাংশ। অভিযোগ রয়েছে, শেয়ারের অনুপাতে প্রতিবছর মোট মুনাফার বড় অংশ চলে যায় বিদেশিদের হাতে। এমন অভিযোগ প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান বলেন, এ বিষয়টিও পুরোপুরি সঠিক নয়। মুনাফার বিষয়টি এত সহজভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে না। ইসলামী ব্যাংকের যে অপারেটিং মুনাফা হয়, এর সাড়ে ৪২ শতাংশ চলে যায় করপোরেট ট্যাক্স হিসেবে। বাকি মুনাফা থেকে প্রভিশন ঘাটতি ও রিজার্ভ রাখার পর যা থাকে, তা ডিভিডেন্ট আকারে শেয়ারধারীদের মধ্যে বণ্টন হয়। এ ক্ষেত্রে বিদেশি মালিকরা চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন নিয়ে লভ্যাংশ নিতে পারেন।

'ইসলামী ব্যাংক সরাসরি সুদ না খেয়ে ঘুরিয়ে খায়'—এমন অভিযোগ সম্পর্কে এমডি বলেন, 'আমরা টাকাকে পণ্য বিবেচনা করি না। টাকার কেনা-বেচাও করি না, যে কাজটি অন্য ব্যাংক করে থাকে। আমরা মালের (রিয়েল গুডস্) কেনা-বেচা করি। এক ধরনের অর্থনৈতিক পদ্ধতি হিসেবে এটি এসেছে। এখানে সুদের কোনো বিষয় নেই।

ব্যাংকটির বিনিয়োগ সম্পর্কে এমডি আবদুল মান্নান বলেন, ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী ইসলামী ব্যাংক প্রফিট-লস শেয়ারিং পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে। শুধু মুনাফা করাই ব্যাংকের লক্ষ্য নয়। সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিকাশ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য। তিনি জানান, শিল্প, বাণিজ্য ছাড়াও দেশের অবকাঠামোসহ বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পে ৩১ নভেম্বর ২০১২ পর্যন্ত ইসলামী ব্যাংকের মোট বিনিয়োগ দাঁড়িয়েছে ৩৯ হাজার ২৭৯ কোটি টাকায়। আগের বছরের একই সময়ে এ বিনিয়োগ ছিল ৩২ হাজার ৯৯৬ কোটি টাকা। এক বছরে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ ৬ হাজার ২৮৩ কোটি টাকা বেড়েছে বলে জানান তিনি। ইসলামী ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে এমডি বলেন, ব্যাংকটির প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি রয়েছে, যার আওয়তায় উপকার ভোগ করছে ৬ লাখ পরিবার। এদের মধ্যে ৪০ হাজার ঋণগ্রহীতা আবার নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন করে এসএমই খাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। সারা দেশে দুই হাজারের বেশি ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার মধ্যে ইসলামী ব্যাংকের অবস্থান শীর্ষ দশে।

শীর্ষ রেমিট্যান্স সংগ্রহকারী ব্যাংক হিসেবে তার ব্যাংকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে আবদুল মান্নান বলেন, ইসলামী ব্যাংক শুরু থেকেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে রেমিট্যান্স সংগ্রহ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ জন্য ১৯৯৫ সালে মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাংকের পক্ষ থেকে বিশেষ প্রতিনিধি নিয়োগ দেওয়া হয়। পরিকল্পনামাফিক এগিয়ে যাওয়ার কারণেই শীর্ষ রেমিট্যান্স সংগ্রহকারী ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ইসলামী ব্যাংক। ব্যাংকের এমডি বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামী ব্যাংকের ১১৫টি এক্সচেঞ্জ হাউস আছে। এ ছাড়া ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন ও মানিগ্রামের সঙ্গেও ব্যাংকটির চুক্তি রয়েছে। গত বছর ৩০ হাজার কোটি টাকা রেমিট্যান্স এসেছে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে। বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের এক-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ প্রায় চার বিলিয়ন ডলার ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে মজুদ হয়েছে বলে দাবি করেন এমডি মোহাম্মদ আবদুল মান্নান।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন— রুকনুজ্জামান অঞ্জন